দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 APR 1994
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৪

52

প্রতিবাদে সমাবেশ ঃ ফাঁকা গুলি

জগন্নাথ হলে তল্লাশি ঃ রিভলবার উদ্ধার ॥ বহিরাগত আটক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে পুলিশ চার রাউন্ড গুলিভর্তি একটি পিস্তল উদ্ধার ও একজন বহিরাগতকে গ্রেফতার করেছে।

সোমবার বিকাল সাড়ে তিনটায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ দল জগন্নাথ হলের নর্থ হাউসে তল্লাশি অভিযান চালায়। এ সময়ে পুলিশ হলের ষোল নম্বর কক্ষ থেকে চার রাউন্ড গুলিভর্তি একটি বিদেশী পিস্তল উদ্ধার করে। তল্লাশি অভিযান চলাকালে পুলিশ শাহ জালাল নিজু (২৪) নামে একজন বহিরাগতকে গ্রেফতার করে।

নিজুকে গ্রেফতারের পরপরই ছাত্রলীগ

(৮-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

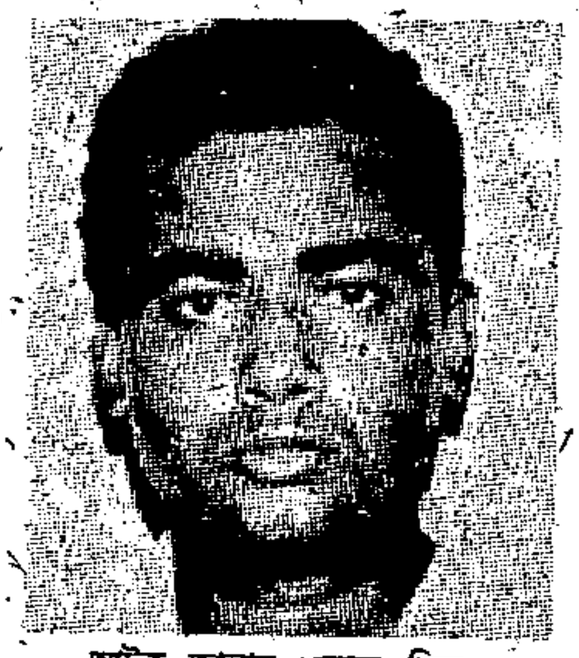

আটক জালাল ওরফে নিজু

জগন্নাথ হলে তল্লাশি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

(মে-ই) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিল থেকে নিজুর মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেয়া হয়।

ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করার সময় ডাকসু ভবনের সামনে মিছিল থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করা হয়।

এ সময়ে টিএসসিতে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে ডাকসু সদস্য নির্মল দাস, রফিকুল ইসলাম রফিক ও কিবরিয়া মজুমদার বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যায় টিএসসি সড়ক দ্বীপের দক্ষিণ পাশে অনুষ্ঠিত আরেকটি প্রতিবাদ সমাবেশে ইসহাক আলী খান পান্না, মাহবুবুল হক শাকিল ও পংকজ দেবনাথ বক্তৃতা করেন।

সমাবেশ দুটিতে বক্তারা বলেন, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (মি-ল) নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অবস্থান সত্ত্বেও পুলিশ এসব হলে অভিযান চালায় না কিংবা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। কিন্তু জগন্নাথ হলে আকস্মিক অভিযান চালিয়ে নিরীহ ছাত্রদের হয়রানি করা হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই পদক্ষেপ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপকৌশল মাত্র।

ইউএনবির খবরে বলা হয়, একটি হলে পুলিশের তল্লাশি এবং তিন জন যুবককে আটক করায় সোমবার ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ সময় কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আটক তিন যুবকের মধ্যে একজনকে তার বিক্ষোভরত সহকর্মীরা পুলিশের গাড়ি থেকে ছিনিয়ে নেয়। তার নাম এনামুল হক আবির। আটক অপরজন কাজী কামরুল ইসলাম সজল পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যায়।

রোববার ৪টি মোটরসাইকেলে করে একদল সন্ত্রাসী সলিমুল্লাহ হলে হামলা চালায়। এ সময় বাইরে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। এ হামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ ঐ হলে তল্লাশি চালায়।

মন্টুপন্থী ছাত্রলীগ রোববারের গুলির জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ (মে-ই)কে দায়ী করেছে। অন্যদিকে ছাত্রলীগ (মে-ই) এ জন্য মন্টুপন্থী ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে।